Q:1 বৃন্দাবন দাস তার 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে সমকালীন সমাজ জীবনের যে চিত্র পরিস্ফুট করেছেন তার বর্ণনা দাও।

A: সহজ, পরিচ্ছন্ন, সর্বজন চিত্তাকর্ষী এক জীবনী কাব্য 'চৈতন্য ভাগবত'। প্রাঞ্জল ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও ভক্তি ভাবুকতার অদ্ভুত এক রসায়নে সুললিত এক সুপাঠ্য গ্রন্থ। বৃন্দাবনের কাব্যে ভক্তি রসের সঙ্গে সঙ্গে জীবন রসের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ও লক্ষ্যণীয়। চৈতন্যদেব কে কেন্দ্র করে তাঁর লীলা বিস্তারের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই সঙ্গত কারণে নবদ্বীপের সামাজিক চিত্র উঠে এসেছে। কারণ রচয়িতা মাত্রই সামাজিক মানুষ। ফলতই সমকাল -সমাজ, রচনায় নিজস্ব দাবী রাখে।

চৈতন্য ভাগবতে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের আলোখ্য চিহ্নিত। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি, বিদ্যা চর্চা, অন্ধ সংস্কার, নানা জাতি ও পেশার লোক, লোকাচার, ধর্মাচার, আমোদ প্রমোদ, উৎসব অনুষ্ঠান, খাদ্য অলংকার, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, ও মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু উৎপীড়নের কথা ইত্যাদির উল্লেখে তিনি সমকালীন বাংলার অনেক নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বৃন্দাবন দাস প্রথমেই নবদ্বীপের বৈভব উৎকর্ষতার সংবাদ জানিয়ে বলেছেন - 'নবদ্বীপ হেন গ্রাম নাঞি ত্রিভুবনে'- কী অর্থে, কী বিদ্যায়, কিংবা কী বিদ্যানুশীলনে প্রাকচৈতন্য সমকাল থেকে নবদ্বীপ কেবল বাংলা নয়, বাংলা ভূখণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে গোটা ভারতের নজর কেড়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

"নবদ্বীপের সম্প্রীতি কে বর্ণিবারে পারে?
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
..... এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ।।
....
নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারসে পায়।।

বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে - সেকালের নবদ্বীপে সকলের প্রভূত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর অখন্ড বৈষয়িক সুখ ছিল । সরস্বতীর কৃপা দাক্ষিণ্যে অসংখ্য মহা দক্ষ পন্ডিতের হাট ছিল নবদ্বীপে। অনুশীলন ইচ্ছায় বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা পর্যন্ত এখানে পৌঁছাত। তবে তাদের কাছে দান - ধ্যান প্রভৃতি ধর্ম - কর্মে বিনা সম্পদ ব্যবহারের বিষয়টি কোনভাবেই স্থান পেত না। বিদ্যা বৈভবের উপযুক্ত সৎকারের পরিবর্তে কেবল অহংকারের আড়ম্বর তৎকালীন নবদ্বীপের বাতাসকে কলুষিত করেছিল। কিছু পন্ডিত সেই সময় তাঁদের মেকি পাণ্ডিত্যের আস্ফালন দেখিয়ে নবদ্বীপকে পারমার্থিক চিন্তার জগৎ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর বর্ণনায় নবদ্বীপের সেই বাহ্যাড়ম্বর প্রিয় ভোগলিপ্সু আত্মসুখ পরায়ণ ধর্মহীনতার ছবিটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে অন্ন বস্ত্রের অভাবে নবদ্বীপ ক্লীষ্ট তো হয়নি, বরং পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অঢেল ব্যয়, সংকোচের ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট হতো। অথচ দান - ধ্যান, ভক্তির ক্ষেত্রে অনীহা তাঁদের মানসিক দৈন্যদশা কেই আরো বেশি প্রকট করে তুলেছে। ঐহিক সুখলালসা, ও আত্ম অহংকারের মধ্যে বৃন্দাবন দাস শাস্ত্র কথিত কলি যুগের শেষভাগের মানুষের ভবিষ্যৎ আচরণের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন। যে পারমার্থিক বৈভব জীব তথা মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও উন্নতির সোপান তা নবদ্বীপ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। মদ্য-মাংস ইন্দ্রিয় সুখ কর নৃত্য গীতের মাধ্যমে ভক্তি ধর্মকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠিয়ে সে সময়ের নবদ্বীপ হয়ে উঠলো ভোগোন্মত্ততার অনাবৃত ক্ষেত্র। এমনকি সমাজে অত্যাচারী হাবসি খোজাদের ধর্মদ্বেষী অপ শাসনের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এছাড়া হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কুসংস্কার, গোঁড়ামী নিপুনভাবে তুলে ধরে বৃন্দাবন দাস ইতিহাস

নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তবে মুসলমান শাসক হোসেন শাহ হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। তাই তাঁর আমলে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য সহ অন্যান্য বৈষ্ণবরা অবাধেও নিরু পদ্রবে নাম সংকীর্তন প্রচার করেছিলেন। এর পাশাপাশি, এই গ্রন্থে নবদ্বীপের কুমোর, বণিক, তাঁতি, মালাকার, গোয়ালা প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিকারী সামাজিক শ্রেণীর মানুষের কথাও বাদ পড়েনি।

বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুন বেদনাময় আবেগ - ব্যাকুলতা শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে শুধু মহাপুরুষের জীবনা লেখ্য করেনি, কবির বর্ণনা গুনে সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ও সাংস্কৃতিক চিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

Q:2 বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'নিত্যানন্দের ভূমিকা অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ-আলোচনা কর।

A: 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটির সর্বত্র ভাগবতী মাহাত্ম্য - শ্রীচৈতন্যের ভুবন মন মোহিনী রূপ মাধুর্য উচ্ছ্বলিত। বৃন্দাবন দাস গ্রন্থটির ভনিতায় যে দুটি নাম গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করেছেন, তার একটি শ্রীচৈতন্য, অন্যটি নিত্যানন্দ।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ - জান।

বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।"

কবির কাছে এরা দুজনেই অবতার - কৃষ্ণ ও বলরাম এর। বাংলাদেশে এই দুটি নাম গৌর, নিতাই নামে প্রচলিত, এমনকি এই নামে তাঁরা পূজা ও পান । সুতরাং চৈতন্য কথা ও নিত্যানন্দ কথা অমৃত সমান।

রাঢ়ের এক চাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত তার মা পদ্মাবতীর একমাত্র সন্তান নিত্যানন্দ। তাঁর রূপবর্ণনায় বৃন্দাবন দাস – 'শিশু হইেতে সুবুদ্ধি সুস্থির গুণবান/জিনিয়া কন্দপ কোটি লাবণ্যের ধাম'। - বাল্য কাল থেকেই দেবভক্ত ও নাট্যগীতি প্রিয় এবং দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন । কৈশোরেই গৃহত্যাগ করে তীর্থে ঘুরতে থাকেন তিনি। কথিত আছে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর আচার-আচরণ, বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া একটু অন্যরকম ছিল। বেশ ছিল অবধূতের মত, অলংকার পরতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, রাজসিক ছিলেন পানের ক্ষেত্রে আর ভোজনের ক্ষেত্রে। ছোটবেলাতেই কৃষ্ণ লীলা অভিনয় করতেন শিশুদের সাথে। তারপর কোন এক সময় নবদ্বীপে এসে চৈতন্যের সহচর হলেন। ২০ বছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ শেষে। এই সময়টুকুর মধ্যে-

"তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।/দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছে বৌদ্ধগন।।

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।/ ক্রদ্ধ হঞা প্রভু লাথি মারিলে ও শিরে।"

নবদ্বীপে আসার পর এই উদ্দামতা অনেকটাই থিতিয়ে এল। শচী দেবী তাঁকে বড় ছেলে বিশ্বরূপের জায়গা দিলেন। তবে তার আচরণ যে সন্তুষ্ট জনক, তা নয়। আসলে চৈতন্যদেবের স্নেহই, তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা থেকে সকলকে বিরত রেখেছে। চাপা এক অসন্তোষ এর বাতাবরণে বৃন্দাবন দাস, তার গুরুর বিপক্ষে সব বক্তব্যই খন্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। বলরামের অবতার রূপে কীর্তন করলেন তাঁর। - 'দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেন নাম ভেদ

এই মত জান নিত্যানন্দ বলদেব'।

বলদেব ও নিত্যানন্দ অভিন্ন। কৃষ্ণ কথায় যেমন বলরাম, চৈতন্য কথায় তেমনি নিত্যানন্দ। চৈতন্য অবতারত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিত্যানন্দের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাই বৃন্দাবন দাস বললেন - 'কৃপা সিন্ধু ভক্তিদাতা ত্রাণ বলরাম

অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম'।

বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ দু ভাই। বৃন্দাবন দাস ও তাঁর বর্ণনায় বলেছেন- 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে'। চৈতন্য ভাগবতের আদি খন্ডে এইটুকুই নিত্যানন্দ কথা। অন্য খন্ডে নিত্যানন্দের আরো নানান প্রসঙ্গ রয়েছে। নিত্যানন্দ শিষ্য বৃন্দাবন দাস শুধু চৈতন্য লীলার ব্যাস নন, নিত্যানন্দ লীলার ও ব্যাস।

– আত্রেয়ী মাল
বিভাগীয় শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ
বেথুয়া কলেজ ॥